জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৬, মে, জুন, জুলাই ও আগস্ট ২০২৩

গবেষণার ফল প্রকাশ

বেশি দামে সিগারেট বিক্রি অব্যহত বছরে প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা কর ফাঁকি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

দেশে সবধরনের পণ্য সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্যে বিক্রি হলেও সিগারেটের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করছে না উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্যাকেটে লেখা মূল্যের চেয়ে স্তরভেদে সিগারেট শতকরা ৫ থেকে ২০ ভাগ বেশি দামে বিক্রি হয়েছে। এভাবে বেশিদামে সিগারেট বিক্রি করে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়েছে তামাক কোম্পানীগুলো। অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে।

গত ২৫ জুন ২০২৩ সকাল ১১ টায় অনলাইন মিটিং প্লাটফর্ম জুম-এ "তামাক কোম্পানির মূল্য কারসাজি : প্রতিরোধে করণীয়" শীর্ষক ওয়েবিনারে এ গবেষণার ফল প্রকাশ করা হয়। "তামাকজাত দ্রব্যের (সিগারেট) খুচরা বিক্রয়মূল্যে জাতীয় বাজেটে মূল্য ... বিস্তারিত

সিগারেট নিষিদ্ধ করতে পারে যুক্তরাজ্য

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সিগারেট নিষিদ্ধ করতে পারে যুক্তরাজ্য। পরবর্তী প্রজন্মকে ধূমপানের কুফল ও পরিণতি মুক্তি দিতে এ পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে ঋষি সুনাকের সরকার। দেশটির বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পরবর্তী প্রজন্মকে সিগারেট থেকে দূরে রাখতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথা বিবেচনা করছেন। ... বিস্তারিত

'জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা' বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিএনটিটিপি ডেস্ক

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (এইচইইউ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর সম্মিলিত উদ্যোগে 'জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ... বিস্তারিত

সম্পাদকীয়

প্রতি অর্থবছরে জাতীয় বাজটে সরকার তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য সীমা ও কর হার নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু দেশি ও বিদেশি কোম্পানিগুলো সর্বদা নির্ধারিত দামের চেয়ে অতিরিক্ত দামে সিগারেট বিক্রি করে আসছে। বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে তারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই অতিরিক্ত মূল্যের প্রচারণাও করে থাকে। ... বিস্তারিত

এ সংখ্যায় যা থাকছে

- বেশি দামে সিগারেট বিক্রি অব্যহত বছরে প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা কর ফাঁকি
- সিগারেট নিষিদ্ধ করতে পারে যুক্তরাজ্য
- 'জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা' বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- সিগারেটের দাম ১০ শতাংশ বৃদ্ধিতে চাহিদা কমবে ৭.১ শতাংশ
- ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করলো হংকং
- তামাকজাত দ্রব্যের দক্ষ ও যথাযথ কর ব্যবস্থাপনায় হৃদরোগের বিনামূল্যে চিকিৎসা সম্ভব
- তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা জরুরি
- ত্রুটিপূর্ণ করারোপ পদ্ধতিতে লাভবান হচ্ছে কোম্পানি, রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার
- ৬২ শতাংশ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কেরই উভয় পাশে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী নেই

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একই সাথে তিনি ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল হিসাবে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন তামাক মুক্ত দেশ গড়তে দেশে একটি সর্বাঙ্গীন 'তামাক কর নীতি'র কোনো ... বিস্তারিত

'জনস্বাস্থ্য নীতিকথা' নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপত্র। ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২।
ফোন +৮৮(০২) ৯৮৮০৩৬৩; E-mail: bnttpbd@gmail.com; website: www.bnttp.net

সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল
ফাতেমা কাশফি

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৬, মে, জুন, জুলাই ও আগস্ট ২০২৩

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা

আইনভাঙ্গায় শীর্ষে দুই বিদেশি সিগারেট কোম্পানি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

দেশব্যাপী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনে ২টি সিগারেট কোম্পানি অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি দেশের ১৬টি জেলায় ২২,৭২৩টি বিক্রয়কেন্দ্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রায় সাড়ে ২৭ হাজার আইন লঙ্ঘনের চিত্র পাওয়া গেছে। জরিপে দেখা গেছে, বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালসহ জনবহুল এলাকায় তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার হার সবচেয়ে বেশি। এই অবাধ প্রচারনার মূল উদ্দেশ্য কিশোর ও তরুণদেরকে ধূমপানে আকৃষ্ট করা। যা ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যকে ব্যহত করছে। গত ১৭ আগস্ট ২০২৩, বুধবার, সকাল ১১ টায় জাতীয় ... বিস্তারিত

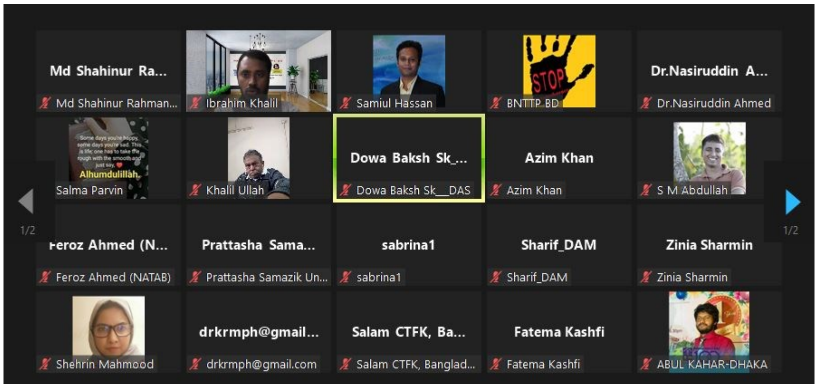

২৭ মে ২০২৩ অনলাইনে এমআরপিতে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিশ্চিতকরণ ও তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করে বাটা ও বিএনটিটিপি

সস্তা হবে তামাকজাত দ্রব্য বাড়বে স্বাস্থ্য ব্যয়

ফাতেমা কাশফি

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পাশ হলে নিত্যপণ্যের তুলনায় আরেকদফা সস্তা হয়ে পড়বে তামাকপণ্য। তরুণরা তামাক ব্যবহারে বিশেষভাবে উৎসাহিত হবে, তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতা বাড়বে এবং একইসাথে এখাতে সরকারের স্বাস্থ্য ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। তামাকবিরোধীদের প্রস্তাব আমলে না নেয়ায় সরকার অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। একইসাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারও বাধাগ্রস্ত হবে বলে বাজেট প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে তামাক বিরোধী সংগঠন প্রজ্ঞা ও আত্মা। ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় দাম বাড়লো তরল নিকোটিনের

বিএনটিটিপি ডেস্ক

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাতীয় দ্রব্য যেমন তরল নিকোটিন, ট্রান্সডার্মাল ইউজ নিকোটিন ইত্যাদি পণ্যের বিপরীতে ১৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। ফলে ইলেকট্রনিক সিগারেট ও সমজাতীয় ইলেকট্রিক ভ্যাপোরাইজার ডিভাইসের দাম বাড়ব। ... বিস্তারিত

সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সংসদ সদস্যদের সন্তোষ প্রকাশ

বিএনটিটিপি ডেস্ক

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সংসদ সদস্যবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। একইসঙ্গে দ্রুত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী পাশের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

গত ৬ জুন ২০২৩ জাতীয় সংসদের এলডি হলে বাংলাদেশ সফররত গ্যাভি মিশনের সদস্যদের সাথে 'বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ এন্ড ওয়েলবিং' সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তারা এ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সভায় সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরামের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক এমপি বলেন, "তামাক দেশের জন্য একটি বড় হুমকি যা একসাথে জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতি দুইটারই ক্ষতি করে। তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমে আসবে বলে আশা করি। তবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ... বিস্তারিত

পরামর্শমূলক সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা

রোগ কমাতে তামাক কর নীতি প্রণয়ন জরুরি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

স্বাস্থ্য খাতের ব্যয় ও চাপ কমাতে হলে রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কমাতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর ৭০ শতাংশ অসংক্রামক রোগের কারণে হয়। আর এ অসংক্রামক রোগের কারণ একটি বড় জনগোষ্ঠীর তামাক ব্যবহার। দেশে আইনের পাশাপাশি তামাক কর ব্যবস্থা জোরদারের বিকল্প নেই। ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৬, মে, জুন, জুলাই ও আগস্ট ২০২৩

অব্যহত বছরে প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা কর ফাঁকি

প্রথম পাতার পর

ও কর পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণে একটি সমীক্ষা” শীর্ষক গবেষণা ফলাফলে দেখাযায়, সিগারেট কোম্পানিগুলো প্যাকেটে লেখা মূল্য বা তার চেয়ে বেশি মূল্যে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে সিগারেট সরবরাহ করে। খুচরা বিক্রেতারা এর চেয়ে বেশি মূল্যে ক্রেতাদের নিকট সিগারেট বিক্রি করে। বিক্রয় মূল্যের ওপর কর আদায় সম্ভব হলে গত অর্থবছরেই আরও প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় হতো।

গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, অতিউচ্চ স্তরের সিগারেটের ২০ শলাকার প্যাকেটে মুদ্রিত খুচরা মূল্য ২৮৪ টাকা হলেও গত অর্থবছরে বিক্রি করা হয়েছে গড়ে ৩০৬.১৩ টাকায়। উচ্চ স্তরের সিগারেট ২২২ টাকার পরিবর্তে গড়ে প্রায় ২৩৭.৫৫ টাকায়, মধ্যম স্তরের সিগারেট ১৩০ টাকার পরিবর্তে ১৩৬.৯৬ টাকায় এবং নিম্ন স্তরের সিগারেট ৮০ টাকার পরিবর্তে ৯৫.৯৬ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। এভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে অতিউচ্চ স্তরে ৬১৭.৮৭ কোটি, উচ্চ স্তরে ২৪৫.৪৫ কোটি, মধ্যম স্তরে ১৮১.৮৯ এবং নিম্ন স্তরে ৩৩৯৯.২৩ কোটি টাকা রাজস্ব হারিয়েছে সরকার।

ওয়েবিনারে বক্তারা বলেন, তামাক কোম্পানির মূল্য কারসাজির পরিপ্রেক্ষিতে এবারের বাজেটে সিগারেটের মোড়কে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য উল্লেখ নিশ্চিত করার জন্য এসআরও জারি করা হয়েছে। এসআরও-তে বলা হয়েছে, ‘সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের অধিক মূল্যে কোন পর্যায়েই সিগারেট বিক্রয় করা যাইবে না’। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো এই নীতি মানছে না। তারা বর্তমানে আরও আগ্রাসী হয়ে আগের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করছে। পাশাপাশি পুরনো ব্যান্ডরোলের সিগারেট বিক্রি করতে হলে মোড়কে নতুন দামের সিল সংযুক্ত করে বিক্রির আদেশ দেয়া হলেও তামাক কোম্পানিগুলো তা মানছে না। এভাবে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার।

গবেষণা প্রতিবেদনে, এমআরপিতে বিক্রির ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জোরালো মনিটরিংসহ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ; সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং কর ফাঁকি বন্ধ করতে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতির প্রচলন; তামাকজাত দ্রব্যের বাজার ও বিক্রয় পর্যবেক্ষণ ও কর আদায়ে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রচলন; সিগারেটের চার স্তরভিত্তিক কর কাঠামো ধারাবাহিকভাবে এক স্তরে নিয়ে আনা; সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি নিষিদ্ধ; কর ফাঁকি রোধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়।

ওয়েবিনারে এ গবেষণার ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএনটিটিপি’র প্রজেক্ট অফিসার ইব্রাহীম খলিল। অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাইবান্ধা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শামীম হায়দার পাটোয়ারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক, আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন এবং একাত্তর টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষক সুশান্ত সিনহা। ওয়েবিনারটি সঞ্চালনা করেন বিএনটিটিপি’র গবেষণা সহযোগী ইশরাত জাহান ঐশী।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

সিগারেট নিষিদ্ধ করতে পারে যুক্তরাজ্য

প্রথম পাতার পর

গত বছর নিউজিল্যান্ডের ঘোষিত একটি আইনের মতোই ধূমপানবিরোধী পদক্ষেপ নেওয়ার দিকে নজর দিচ্ছেন সুনাক। নিউজিল্যান্ডের সেই আইনের অধীনে ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির কাছে তামাক বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ব্রিটিশ সরকারের একজন মুখপাত্র বলেছেন, “আমাদের ২০৩০ সালের মধ্যে ধূমপানমুক্ত দেশ হওয়ার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে তা পূরণ করতে চাই এবং এই কারণে আরো বেশি মানুষকে ধূমপান ত্যাগ করতে উৎসাহিত করতে চাই। আর এই কারণেই আমরা ইতোমধ্যে ধূমপানের হার কমানোর জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি।”

তিনি আরো বলেন, “ধূমপান নিরুৎসাহিত করতে বিনামূল্য ভ্যাপ কিট দেওয়া হবে। এছাড়া গর্ভবতী নারীদের ধূমপান থেকে বিরত রাখতে ভাউচার স্কিম দেওয়া হবে। এছাড়া আরো নানা পদক্ষেপ রয়েছে।”

ব্রিটেনে আগামী বছর জাতীয় নির্বাচন হতে পারে এবং বিবেচনাধীন এসব নীতিগুলো সেই নির্বাচনের আগে সুনাকের দলের নতুন ভোক্তা-কেন্দ্রিক উদ্যোগের অংশ বলেও গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আগে গত মে মাসে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে, খুচরা বিক্রেতারা শিশুদের হাতে বিনামূল্যে ই-সিগারেটের নমুনা দিলে তা কঠোর হাতে দমন করা হবে।

এছাড়া আগামী বছর তথা ২০২৪ সালের মধ্যে একক-ব্যবহারযোগ্য ভ্যাপ বিক্রি নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারেরর প্রতি আহ্বান জানায় ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের কাউন্সিলগুলো। গত জুলাই মাসে পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য উভয় ঝুঁকি বিবেচনায় তারা এই পদক্ষেপের আহ্বান জানায়।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান, রয়টার্স, ফিন্যান্সিয়াল টাইমস, দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট

প্রথম পাতায় ফিরে যান

কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ আগস্ট ২০২৩ সকাল ১১.০০ টায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব ড. মোঃ এনামুল হক। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) জনাব হোসেন আলী খোন্দকার। এ সময় কর্মশালায় বিশেষজ্ঞগণ কীভাবে আরও শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়ণ করা যায় সে বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য তুলে ধরেন।

এছাড়া কর্মশালায় এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বিইআর এর ফোকাল পার্সন ড. রুমানা হক, ডাঃ সৈয়দা নওশীন পানিনী, পরিচালক (গবেষণা, এইচইইউ), দি ইউনিয়নের কনসালটেন্ট মোঃ ফাহিমুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি কর্মশালায় এইচইইউ, এইচএসডি, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ বাণিজ্য ও ট্যারিফ কমিশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৬, মে, জুন, জুলাই ও আগস্ট ২০২৩

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

দ্বিতীয় পাতার পর

বিকল্প নেই। বাংলাদেশের তামাক কর নীতি কেমন হওয়া প্রয়োজন এবং তাতে কী কী থাকা বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণ করতে এর একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)। এটির পূর্ণতার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ এবং অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞদের মতামত গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এই রূপরেখায় তামাককর নীতির শিরোনাম প্রস্তাব করা হয়েছে, "জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জাতীয় তামাক কর নীতি-২০২৪"। রূপরেখা অনুসারে জাতীয় তামাক কর নীতিতে মোট ৯টি অধ্যায় থাকবে। বিএনটিটিপির নিউজলেটারে ধারাবাহিকভাবে এ অধ্যায়গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারে ১৬তম সংখ্যায় 'দ্বিতীয় অধ্যায়' প্রকাশ করা হলো।

দ্বিতীয় অধ্যায় মূলত 'তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ' বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের নীতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে সকল তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের সাধারণ নীতির বিষয়ে বলা হয়েছে, সকল ধরণের তামাকজাত দ্রব্যে অভিন্ন সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ পদ্ধতির প্রচলন করা, মূল্যস্ফীতি ও মানুষের ক্রয়-সামর্থ্য বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রতিবছর সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করা, আরোপিত সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের পরিমাণ কোনভাবেই পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম হবে না, সিগারেটের মূল্যস্তর ও অন্যান্য ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্যের মধ্যকার কর ও দামের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে স্তর ও ধরণ পরিবর্তনের সুযোগ কমিয়ে আনা, ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যসমূহের মধ্যকার কর ও দামের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা, যাতে করে স্তর ও ধরণ পরিবর্তন কমে আসে।

এই অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন/অগ্রগতি, মূল্য-স্ফিতি ও তামাকজাত দ্রব্যের কর-ভার এর ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বৃদ্ধি করা, বিদ্যমান আইন অনুসারে সর্বোচ্ছ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আরোপ করা, তামাক কোম্পানিকে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সুবিধা প্রদান বন্ধ করা, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে উৎপাদনের তারিখ মুদ্রণ নিশ্চিত করা, তামাকজাত দ্রব্যের শুল্কমুক্ত বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা এবং বাংলাদেশে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা না দেওয়া।

অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তামাকজাত দ্রব্যের প্রকারভেদের ওপর করারোপের নীতিতে সিগারেটের বিষয়ে বলা হয়েছে, ক) কর কাঠামোর জটিলতা কমাতে ও রাজস্ব বৃদ্ধি করতে সিগারেটের মূল্য স্তর পর্যায়ক্রমে কমিয়ে ২০২৫ সালের মধ্যে একটি মূল্যস্তরে নামিয়ে আনা, খ) তামাক কোম্পানিকে অগ্রিম ট্যাক্স স্ট্যাম্প সরবরাহ বন্ধ করা। অগ্রিম ট্যাক্স স্ট্যাম্প সরবরাহ তামাক কোম্পানিকে কর ফাঁকি দিতে প্ররোচিত করে, গ) নষ্ট হতে পারে ধরে নিয়ে সরবরাহ করা ট্যাক্স স্ট্যাম্পে রেয়াত (অগ্রিম সরবরাহ করা মোট স্টাম্পের ১%) দেওয়ার সুযোগ বন্ধ করা, ঘ) সিগারেটের খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধ করা এবং ঙ) স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং সর্বনিম্ন ২০ শলাকা নির্ধারণ করা।

বিড়ির বিষয়ে বলা হয়েছে, ক) ফিল্টার ও ফিল্টারবিহীন বিড়ির স্তর তুলে দেয়া, খ) বিড়ির খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধ করা গ) স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং ২০ শলাকা নির্ধারণ করা এবং ঘ) বিড়ি কারখানা/কোম্পনিগুলো তাদের লাভের একটি অংশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা করবে। এই অর্থেও একটি অংশ দিয়ে বিড়ি শ্রমিকদের বিকল্প জীবিকা নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া ধোঁয়াবিহীন তামাক (জর্দা ও গুল) এর বিষয়ে বলা হয়েছে, ক) জর্দা ও গুলের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিংয়ে সর্বনিম্ন ওজন ৫০ গ্রাম নির্ধারণ করা, খ) প্যাকেজিং এর আকৃতি ও মান নির্ধারণ করা, গ) মোড়ক ভেঙ্গে খুচরা বিক্রয় বন্ধ করা। অন্যদিকে ধোঁয়াবিহীন তামাক (সাদাপাতা) এর বিষয়ে বলা হয়েছে, ক) সাদাপাতার উৎপাদন ও বিক্রয় চেইনকে করের আওতায় নিয়ে আসা, খ) স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং নির্ধারণ করা, গ) মোড়কবদ্ধ ছাড়া খুচরা বিক্রয় বন্ধ করা।

অন্যদিকে ই-সিগারেটের বিষয়ে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ই-সিগারেট সহ সকল ইমার্জিং টোব্যাকো প্রডাক্ট নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে যেসব নীতি অনুসরণ করা হবে সেগুলো হলো : ক) বাংলাদেশে ই-সিগারেট সহ সকল ইমার্জিং টোব্যাকো প্রডাক্ট নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে, খ) দেশে সব ধরণের ই-সিগারেটসহ সকল ইমার্জিং টোব্যাকো প্রডাক্ট, এর কার্তুজ ও আনুসাঙ্গিক উপকরণ উৎপাদন, বিপণণ ও আমদানির অনুমোদন দেয়া হবে না, গ) সরকার কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে ই-সিগারেট এবং এর কার্তুজ ও উপকরণ উৎপাদন কিংবা ব্যবসার জন্য অনুমতি দেবে না, ঘ) যদি কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি উপরোল্লিখিত কোনো 'কার্যক্রম' লঙ্ঘন করে তবে তারা বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হবে (কোন আইন অনুযায়ী)।

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সংক্রান্ত বিশেষ নীতির বিষয়ে বলা হয়েছে, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যসমূহকে নিয়মের মধ্যে আনতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে- ক) স্থানীয় সরকার কর্তৃক (সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ- যেখানে যেটি প্রযোজ্য) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের সকল উৎপাদক, প্রস্তুতকারক এবং সমগ্র সাপ্লাই চেইনের যেমন, পাইকারি বিক্রেতা এবং বিক্রয়কেন্দ্রগুলোর তালিকা তৈরি করা, খ) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদকারীকর্তৃক নিময়মমাফিক ফি পরিশোধ করে লাইসেন্স গ্রহণ এবং নিয়মমাফিক প্রতি বছর নবায়ন করা। প্রযোজ্য স্থানীয় সরকার কর্তৃক এটি নিশ্চিত করা, গ) ট্রেডলাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট ও ট্যাক্স রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক' বিবেচনা করা, ঘ) লাইসেন্স প্রাপ্ত ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকর্তৃক রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা, ঙ) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের সকল উৎপাদক ও প্রস্তুতকারককে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে।

এছাড়া আরও বলা হয়েছে, চ) উৎপাদিত সকল জর্দা ও গুলের মোড়কে ব্যান্ডরোল/স্টাম্প ব্যবহার নিশ্চিত করা, ছ) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের আইডি ডিজিটালাইজেশন করা, জ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুযায়ী প্রতিটি ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবি সম্বলিত স্বাস্থ্য-সতর্কবাণী ছবি প্রদান। পাশাপাশি মোড়কের গায়ে উৎপাদনের তারিখ উল্লেখ করা, এবং ঝ) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন, কর আদায় এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৬, মে, জুন, জুলাই ও আগস্ট ২০২৩

রোগ কমাতে তামাক কর নীতি

দ্বিতীয় পাতার পর

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় মাননীয় প্রধামন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে জাতীয় তামাক করনীতি প্রণয়ণ করা জরুরি। যেহেতু তামাক জনস্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তামাক করনীতি প্রণয়নে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব দেয়া উচিত বলে মনে করে জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষকরা।

গত ১৪ আগস্ট ২০২৩, সোমবার, সকাল ১০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর সম্মেলন কক্ষে 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক কর নীতির প্রয়োজনীয়তা'শীর্ষক পরামর্শমূলক সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেন। অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সাইদুর রহমান। এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বকারী (অতিরিক্ত সচিব) হোসেন আলী খোন্দকার ও সিটিএফকের লিড পলিসি অ্যাডভাইজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান। প্যানেল আলোচক হিসেবে ছিলেন দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ড. সৈয়দ মাহফুজুল হক। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক।

সভায় বক্তারা বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি এ জন্য একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়নের প্রত্যয় করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে স্বপ্রণোদিত হয়ে বিইআর একটি তামাক কর নীতির রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এই রূপরেখা অনুসরণ করে তামাক কর নীতির খসড়া প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছে। আশা করি সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে তামাক কর নীতি প্রণয়ন ও এর কার্যকর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তারা আরও বলেন, বিআরের গবেষণায় আমরা দেখেছি, সারাদেশে মোড়কের গায়ে মুদ্রিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যে সিগারেট বিক্রি হচ্ছে। যার উপর কর আদায় করা গেলে সরকারের বছরে প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আয় হতো। সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রি নিশ্চিত করে কর ফাঁকি বন্ধ করতে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

এসময় তারা তামাকের সহজলভ্যতা কমিয়ে আনতে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য অধিক পরিমানে বৃদ্ধি; তামাকে কর ফাঁকির জায়গাগুলো চিহ্নিত করে তা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ; রাজস্ব আদায়ে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালুসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে নিয়মের মধ্যে আনতে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে জরুরিভিত্তিতে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের তাগিদ দেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে এনবিআরের বৃহৎ করদাতা ইউনিট, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের প্রতিনিধিসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, উন্নয়নকর্মী ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

সস্তা হবে তামাকজাত দ্রব্য

দ্বিতীয় পাতার পর

গত ১ জুন বৃহস্পতিবার বিকালে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত বাজেটে নিম্ন স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরামূল্য ৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি শলাকার দাম বাড়ানো হয়েছে মাত্র ৫০ পয়সা (১২.৫০ শতাংশ)। এই স্তরের করহার প্রায় অপরিবর্তিত রেখে কেবল মূল্যস্তর বাড়ানোর কারণে বর্ধিতমূল্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তামাক কোম্পানির পকেটে চলে যাবে।

প্রস্তাবিত বাজেটে মধ্যম স্তরের ১০ শলাকা সিগারেটের দাম ৬৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬৭ টাকা (৩.০৮ শতাংশ), উচ্চ স্তরে ১১১ টাকা থেকে ১১৩ টাকা (১.৮০ শতাংশ) এবং প্রিমিয়াম বা অতি উচ্চ স্তরের ১০ শলাকার দাম ১৪২ টাকা থেকে ১৫০ টাকা (৫.৬৩ শতাংশ) নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রেখে প্রতি দশ গ্রাম জর্দা ও গুলের খুচরা মূল্য যথাক্রমে ৫ টাকা ও ৩ টাকা বাড়ানো হয়েছে। বিড়ির দাম ও করহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে বলেও সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটের প্রতিক্রিয়ায় প্রজ্ঞা'র (প্রগতির জন্য জ্ঞান) নির্বাহী পরিচালক এবিএম জুবায়ের বলেন, "নিত্যপণ্যের তুলনায় সিগারেট বাজারের ৭৫ শতাংশ দখলে থাকা কমদামি সিগারেটের মূল্যস্তর বা খুচরামূল্য সামান্য পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে এই স্তরের সিগারেটের দাম বাড়িয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানাচ্ছি।"

প্রস্তাবিত বাজেটে ই-সিগারেট ও ভেপিং পণ্য আমদানির সুযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে, যা তরুণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াবে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সংশোধনী দ্রুত চূড়ান্ত করার মাধ্যমে ই-সিগারেট ও ভেপিং পণ্য নিষিদ্ধ করতে হবে বলেও বাজেট প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

দাম বাড়লো তরল নিকোটিনের

দ্বিতীয় পাতার পর

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এসব পণ্য এবং এর খুচরা যন্ত্রাংশের শুল্কহার সমান নয়। যন্ত্রাংশের শুল্কহার বাড়িয়ে মূল পণ্যের সমান, ২১২ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভ্যাপোরাইজার ডিভাইস সাধারণভাবে ভ্যাপ নামে পরিচিত। এই পণ্য অনেকে ব্যবহার করেন। তবে এটি ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছেন অর্থমন্ত্রী।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৬, মে, জুন, জুলাই ও আগস্ট ২০২৩

দুই বিদেশি সিগারেট কোম্পানি

দ্বিতীয় পাতার পর

প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে "দেশব্যাপী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘন : সিগারেট কোম্পানি বেপরোয়া" শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) এর আয়োজনে, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), এইড ফাউন্ডেশন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, টোব্যাকো কন্ট্রোল রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ডেভলপমেন্ট অ্যাকটিভিটিজ অব সোসাইটি (ডাস), গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, মানস- মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা, জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট যৌথভাবে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটির নির্বাহী পরিচালক এ কে এম মাকসুদ। পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) এর চেয়ারম্যান আবু নাসের খানের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ডাস্ এর টিম লিডার আমিনুল ইসলাম বকুল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক বজলুর রহমান, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর প্রজেক্ট ম্যানেজার হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, নাটাবের প্রজেক্ট ডিরেক্টর এ কে এম খলিলউল্লাহ, মানস এর প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর উম্মে জান্নাত, এইউ ফান্ডেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার আবু নাসের অনিক। সংবাদ সম্মেলনটি সঞ্চালনা করেন, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের হেড অব প্রোগ্রামস সৈয়দা অনন্যা রহমান।

সভায় বক্তারা বলনে, সিগারেট কোম্পানিগুলোর মদদে ঢাকার রেস্টুরেন্টগুলো ধূমপানের আখড়ায় পরিনত হয়েছে। দুইটি বিদেশী তামাক কোম্পানির সরাসরি মদদ ও অর্থায়নে দেশে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে ধূমপানের স্থান গড়ে উঠছে যেখানে তরুণদের আনাগোনাই সবথেকে বেশী। এতে কিছু কিছু মালিক সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছেন যা ক্রমেই ভয়াবহতায় রূপ নিচ্ছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের মাধ্যমে এটা বন্ধ করতে হবে।

তারা আরও বলেন, নাটক, সিনেমায় জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পীদের ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শন আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। তামাক কোম্পানিই এসব নাটক, সিনেমায় পরোক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। বর্তমানে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে নির্মিত ওয়েব সিরিজগুলো তরুণদের মাঝে অধিক জনপ্রিয়। এ সুযোগে তরুণদের মধ্যে ধূমপানসহ তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে যা তাদের ধূমপানে উৎসাহিত করছে। অতিদ্রুত কোম্পানির এ কূটকৌশলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ই-সিগারেটের ভয়াবহতা সম্পর্কে বক্তারা বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে ই-সিগারেটকে নিরাপদ হিসেবে তুলে ধরে তরুণদেরকে ই-সিগারেটে আসক্ত করছে। বিভিন্ন প্রচারণার মাধ্যমে তারা ই-সিগারেটকে আধুনিক ফ্যাশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। ই-সিগারেট নেশাদায়ক এবং ক্ষতিকর বিধায় ভারতসহ ইতোমধ্যে বিশ্বের ৪৭টি দেশ ই-সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় অতিদ্রুত বাংলাদেশ সরকারকে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করতে হবে।

বাজারে সিগারেট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির মূল্য কারসাজি নিয়ে তারা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর গবেষণায় উঠে এসেছে কোম্পানিগুলো সিগারেটের প্যাকেটে একটি খুচরা মূল্য লেখে, কিন্তু খুচরা বিক্রির সময় তারা তা ৫% থেকে ২০% পর্যন্ত বেশি দামে বিক্রি করে। খুচরা বিক্রয় মূল্যের ওপর কর পরিশোধের বিধান থাকলেও তারা শুধুমাত্র প্যাকেটে লেখা মূল্যের ওপরই কর পরিশোধ করে। এনবিআরকে অতিদ্রুত এমআরপি'র বিধান বাস্তবায়ন করে রাজস্ব ফাঁকি বন্ধ করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ বন্ধে সুপারিশ হিসেবে বলা হয়েছে, দ্রুততম সময়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনী চূড়ান্ত করা; 'এফসিটিসি অনুচ্ছেদ ৫.৩ অনুসারে 'কোড অব কন্ডাক্ট'গ্রহণ; জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি' দ্রুত চূড়ান্ত এবং দেশব্যাপী যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা; জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটিসমূহ সক্রিয় করা, কমিটির ত্রৈমাসিক সভা নিয়মিতকরণ, সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা; আইন লঙ্ঘণের দায়ে তামাক কোম্পানি/ প্রতিনিধিকে আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি জেল প্রদান; তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও স্থানীয় তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোকে যুক্ত করে কোম্পানির বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে একটি শক্তিশালি তামাক কর নীতি প্রণয়ন বাস্তবায়ন করা। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, উন্নয়নকর্মী ও অর্ধশতাধিক সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৬, মে, জুন, জুলাই ও আগস্ট ২০২৩

সম্পাদকীয়

প্রথম পাতার পর

প্যাকেটে উল্লিখিত দামের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রি করায় তামাক কোম্পানিগুলো প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা কর ফাঁকি দেয়। এই কার ফাঁকি ও কারসাজি বন্ধ করতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবে 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধান/প্রজ্ঞাপনসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের প্রস্তাব' করা হয়েছে।

এই প্রস্তাব অনুসারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এসআরও জারি কররেছে, যেখানে 'প্যাকেটের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য সুস্পষ্ট লক্ষণীয় ও অনপনীয়ভাবে মুদ্রিত' থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট সরবরাহ নিশ্চিত করতে এসআরওতে বলা হয়েছে, "সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের অধিক মূল্যে কোন পর্যায়েই সিগারেট বিক্রয় করা যাইবে না"।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে সিগারেটের প্যাকেটে সর্বোচ্চ খুচরামূল্য (MRP) লেখা শুরু হয়েছে। এতে তামাক কোম্পানি এতোদিন কৌশলে বেশি দামে বিক্রি করে যেভাবে ব্যবসা করে আসছিলো সেটা বন্ধ হবে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও কর ফাঁকি বন্ধে সিগারেটের মোড়কে 'সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য' লেখা নিশ্চিত করা একটি যুগান্তকারী ও সাহসী পদক্ষেপ।

এ পদক্ষেপের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ধন্যবাদ জানাই। কয়েক দশক ধরে মোড়কে দাম না লেখাকে তামাক কোম্পানি যেভাবে অনিয়মকে নিয়মে পরিণত করেছিলো সেটাকে পরিবর্তন করা অবশ্যম্ভাবী ছিলো। এনবিআরের এ পদক্ষেপ প্রমাণ করে তামাক কোম্পানি যতো শক্তিশালীই হোক না কেনো তারা আইনের উর্ধ্বে নয়।

প্যাকেটে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য লেখার ফলে তামাক কোম্পানিগুলো যেভাবে সিগারেট বিক্রি করে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে সেটা দ্রুত বন্ধ হবে বলে আশা করছি। একইসঙ্গে এ সিদ্ধান্ত জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকে কর বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তবে এনবিআরকে এ সাফল্যের ফল পেতে অবশ্যই সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য অনুযায়ী সিগারেট বিক্রিও নিশ্চিত করতে হবে। ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে এনবিআর অতিদ্রুত সেটা বাস্তবায়নে সামর্থ হবে বলেও প্রত্যাশা করি। নতুবা প্যাকেটে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য উল্লেখ করা খাতা কলমের সাফল্যেই থেকে যাবে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

সংসদ সদস্যদের সন্তোষ প্রকাশ

দ্বিতীয় পাতার পর

সংশোধনী দ্রুত পাশ করলে দেশের অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার পথ সুগম হবে।

সভায় জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ফোরামের নানান সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেন বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরামের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত এমপি। এর মধ্যে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করার দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর ১৫৩ জন সংসদ সদস্যের চিঠি, তামাক আইন সংশোধনের দাবিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট ১৫২ জন সংসদ সদস্যের চিঠি, সর্বশেষ জাতীয় বাজেটে তামাকের উপর কর বৃদ্ধির সুপারিশ জানিয়ে অর্থমন্ত্রীর নিকট ৮৬ সংসদ সদস্যের চিঠি দেয়া, এবং বাংলাদেশের টিকাদান কর্মসূচিতে গ্যাভির অর্থায়নের মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির সুপারিশ উল্লেখযোগ্য।

তিনি আরও বলেন,"তামাকের উপর যুক্তিযুক্ত কর ও মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রায় ১০ লাখ তরুণকে ধূমপান শুরু করা থেকে বিরত রাখা যাবে এবং প্রায় ১০ লাখ মানুষ অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। এছাড়াও বাড়তি ৯,৬০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে যা বর্তমানে প্রাপ্ত রাজস্বের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশি।"

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান